স্বামী বিবেকানন্দের

কর্মযোগ

নির্বাচিত বাণী সঙ্কলন

সশ্রদ্ধ নিবেদনে

বিবেকচিন্তন ফেসবুক পেজ

স্বামীজির কর্মযোগ – ১

মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান।
সুখ ও আনন্দ তো শেষ হয়ে যায়।
সুখই চরম লক্ষ্য - এরূপ মনে করা ভ্রম।
জগতে আমরা যত দুঃখ দেখতে পাই, তার কারণ -
মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে
সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য।

কালে মানুষ বুঝতে পারে, সুখের দিকে নয়,
জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলেছে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২

সুখ আর দুঃখ
দুই-ই সমানভাবে মানুষের চরিত্রগঠনের উপাদান;
অনেকসময় সুখের চেয়ে বরং দুঃখ বেশী শিক্ষা দেয়।

সুখ-দুঃখ যেমন যেমন আমাদের মনের উপর দিয়ে চলে যায়, তেমন তেমন তারা মনের উপর নানারকম ছাপ রেখে যায়, আর এই সমস্ত ছাপগুলিকেই একসাথে আমরা মানুষের ‘চরিত্র’ বলি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩

যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র
যথার্থ বিচার করতে চাও,
তবে তার বড় বড় কাজের দিকে দৃষ্টি দিও না।
অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও
বীরের মত কাজ করতে পারে।

যখন কেউ অতি ছোট ছোট সাধারণ কাজ করছে,
তখন দেখ–সে কি ভাবে করছে;
এভাবেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানতে পারবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪

আমরা জগতে যতরকমের কাজকর্ম দেখতে পাই,
মানুষের সমাজে যতরকম আলোড়ন হচ্ছে,
আমাদের চারদিকে যে সব কাজ হচ্ছে,
সবই চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র
ছোট বড় যন্ত্র, নগর, জাহাজ, রণতরী–
সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র।
এই ইচ্ছা চরিত্র থেকে উদ্ভূত,
চরিত্র আবার কর্মদ্বারা নির্মিত,
ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অনুরূপ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫

উপার্জন না করলে কেউ কিছু পেতে পারে না।
এইটিই সনাতন নিয়ম।

কোন ব্যক্তি সারা জীবন ধনী হবার চেষ্টা করতে পারে, এ জন্য হাজার হাজার লোককে ঠকাতে পারে, কিন্তু অবশেষে বুঝতে পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়।
তখন তার কাছে জীবন কষ্টকর ও জঘন্য বলে মনে হয়।

আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বারা যা উপার্জন করি, তাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬

একজন নির্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করতে পারে, কিন্তু সেগুলি তার পুস্তকাগারে পড়ে থাকবে মাত্র, সে যেগুলি পড়বার উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়তে পারবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হতে উৎপন্ন।

আমরা কিসের অধিকারী বা আমরা কি আয়ত্ত করতে পারি, আমাদের কর্মই তা নিরূপণ করে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭

আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যা হতে ইচ্ছা করি, তা হবার শক্তিও আমাদের আছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এটাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যা হতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তা হতে পারি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৮

যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট
কোন স্বার্থ অভিসন্ধি ছাড়া,
ভবিষ্যতের কোন চিন্তা,
স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্তির ভয় অথবা
ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করে
কাজ করতে পারেন,
তাঁর মধ্যে শক্তিমান মহাপুরুষ হবার সামর্থ্য আছে

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৯

আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্প কয়েক বছর পরে কি ঘটবে, তার কিছুই অনুমান করতে পারি না। আমরা যেন একটি সঙ্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ - ওটাই আমাদের সমস্ত জগৎ।

ওর বাইরে আর কিছু দেখবার ধৈর্য আমাদের নেই, এইভাবেই আমরা অসাধু ও দুর্বৃত্ত হয়ে পড়ি। এটাই আমাদের দুর্বলতা - শক্তিহীনতা।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১০

অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়।
যে-ব্যক্তি উচ্চতর উদ্দেশ্যে কাজ করতে জানে না,
সে না হয় স্বার্থপর উদ্দেশ্যেই, নাম-যশের জন্যই
কাজ করুক।
প্রত্যেককে সবসময়েই উচ্চ হইতে উচ্চতর
উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে,
এবং ঐগুলি কি - তা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১১

কোন লোককে সাহায্য করবার সময়
তোমার প্রতি সেই ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হবে,
সে বিষয়ে চিন্তা কোরো না।

তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভ কার্য করতে চাও,
তবে ফলাফলের চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হোয় না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১২

আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি
গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন।

তিনি সংযমের রহস্য বুঝেছেন - আত্মসংযম করেছেন। যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও তাঁর মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রয়েছেন, অথচ তাঁর মন তীব্রভাবে কর্ম করছে।

কর্মযোগের এটিই আদর্শ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১৩

কাজের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম আমাদের উদ্দেশ্য সবসময়েই স্বার্থপূর্ণ থাকে, কিন্তু চেষ্টা করলে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমতে থাকে। অবশেষে এমন সময় আসে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কর্ম করতে সমর্থ হই।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১৪

আমাদের কাছে দু'খানা পথ খোলা :
অজ্ঞ লোকের পথ - তারা মনে করে, সত্যলাভের পথ মাত্র একটি, আর সব পথ ভুল; আর একটি জ্ঞানীদের পথ–তাঁরা স্বীকার করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথবা অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। জীবনের এক অবস্থায়–এক পরিবেশে যা কর্তব্য, অপর অবস্থায়–অন্যরূপ পরিবেশে তা কর্তব্য নয় এবং হতে পারে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্ম – চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ১৫

আমাদের প্রথম কর্তব্য -
নিজেকে ঘৃণা না করা।

উন্নত হতে হলে প্রথমে নিজের উপর,
তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক।

যার নিজের উপর বিশ্বাস নাই,
তার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসতে পারে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১৬

একবার একটি লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তাকে আগে থেকেই অত্যন্ত অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলে জানতাম, কিছু জানবার জন্য তার কোন আগ্রহ ছিল না–সে পশুর মতো জীবনযাপন করত। আমার সাথে দেখা হলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কি করতে হবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হব?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি মিথ্যা কথা বলতে পার কি?' সে বলল, 'না'। তখন আমি বললাম, 'তবে তোমায় মিথ্যা বলতে শিখতে হবে। একটা পশুর মত বা ইঁট কাঠের মত জড়বৎ জীবনযাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্মণ্য; তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কাজও করতে পার না।' যদিও আমি তার সাথে মজা করছিলাম; কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করতে হলে মানুষকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ১৭

তোমার যদি অর্থের বাসনা থাকে, এবং যদি তুমি জানো যে সমগ্র জগৎ ধনলিপ্সু পুরুষকে অসৎ লোক বলে মনে করে, তবে তুমি হয়তো অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করতে সাহসী হবে না, কিন্তু তোমার মন দিনরাত অর্থের দিকে দৌড়াতে থাকবে। এইরকম ভাব কপটতা মাত্র, এর দ্বারা কোন কার্যসিদ্ধি হয় না।সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পর যখন সংসারে সুখ-দুঃখ–যা কিছু আছে ভোগ করে শেষ করবে, তখনই বৈরাগ্য আসবে–তখনই শান্তি আসবে। প্রভুত্ব-লাভের বাসনা এবং অন্য যা কিছু বাসনা আছে, সবই পূরণ করে নাও; এই সব বাসনা পূর্ণ হলে পর এমন এক সময় আসবে, যখন জানতে পারবে–এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিষ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ১৮

প্রত্যেকেরই কর্তব্য - নিজের নিজের আদর্শ জীবনে পরিণত করতে চেষ্টা করা।

অপর ব্যক্তির আদর্শ নিয়ে সেই মতো জীবন গঠনের চেষ্টা করার চেয়ে এটিই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়।

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

স্বামীজির কর্মযোগ – ১৯

কর্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তার কাছ থেকে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ তাতে নাম-যশ হল বা না হল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া –
এইটিই এ জগতে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ২০

দুর্বলতামাত্রই সবসময়ে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের ভিতর—আমাদের সমস্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর—এই বিশেষ ভাবটি আমি খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখবে—তাতে 'অভয়' শব্দটি বার বার বলা হয়েছে। কোন কিছুকেই ভয় কোরো না—ভয় দুর্বলতার চিহ্ন। এই দুর্বলতাই মানুষকে ভগবানের পথ থেকে বিচ্যুত করে নানা পাপ-কর্মে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রেখে অকুতোভয়ে নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২১

যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করতে পারা যায়, অবশ্যই তার উপকার করা হল; যদি এক বছরের জন্য তার অভাব দূর করতে পারা যায়, তবে তা অনেক বেশী উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করতে পারা যায়, তবে তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকার। একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞানই আমাদের সমস্ত দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করতে পারে; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২২

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসবে এবং দুঃখ অনুভূত হবেই হবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হবে না।

জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র সমাধান
মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২৩

তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য এসেছ – এইভাবে কর্ম করে যাও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে বন্ধনে ফেলো না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, এই সংসার – এ পৃথিবী সেগুলিরই একটি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২৪

ভালোবেসে যদি আনন্দ না হয়, তবে তা ভালবাসা নয়; অন্য কিছুকে আমরা ভালবাসা বলে ভুল করছ। যখন তুমি সমস্ত বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালবাসতে সমর্থ হবে যে, তাতে কোনরূপ দুঃখ ঈর্ষা বা স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া হবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হতে পারবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২৫

শিশুসন্তানদেরকে কিছু দিলে তোমরা কি তাদের কাছ থেকে কিছু প্রতিদান চাও? তাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য—ঐখানেই ওর শেষ। যদি সর্বদা দাতার ভাব অবলম্বন করতে পার, প্রত্যুপকারের কোন আশা না রেখে জগৎকে শুধু দিয়ে যেতে পার, তবেই সেই কর্ম থেকে তোমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আসবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২৬

দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে – ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতাপ্রয়োগ চিরকালেই স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হয়। দয়া স্বর্গীয় বস্তু; ভাল হতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াবান হতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ২৭

কর্মযোগের অর্থ কি ? ওর অর্থ—মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও মুখটি বুজে সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোক তোমাকে প্রতারণা করুক, কিন্তু তুমি একটি প্রশ্নও কোরো না, এবং তুমি যে কিছু ভাল কাজ করছ, তা ভেবো না। দরিদ্রদেরকে তুমি যে দান করছ, তার জন্য বাহাদুরি কোরো না, অথবা তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা কোরো না, বরং তারা যে তোমাকে তাদের সেবা করবার সুযোগ দিয়েছে, সেইজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ২৮

কতকগুলি কাজ আমাদেরকে উন্নত ও মহান করে, আর কতকগুলি কাজের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হয়ে পড়ি। প্রথম কাজগুলিকে পুণ্য ও পরেরগুলিকে পাপ বলা হয়।

পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মরহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ২৯

আমরা যেন অপরের কর্তব্য বিচার করতে গিয়ে তাদেরই চোখ দিয়ে দেখি, যেন অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের সাথে মিলে মিশে চলবে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩০

স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা হতে
পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব,

আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হতে
ধর্মের বিকাশ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩১

আমরা জীবনে যে সব
ছোটখাট রূঢ় সংঘর্ষের সম্মুখীন হই,
ঐগুলি সহ্য করাই
স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩২

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে,
কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা
শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়।

একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই মায়ের ভালবাসা অপেক্ষা
উচ্চতর, আর সব ভালবাসা নিম্নতর।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৩

মায়ের কর্তব্য প্রথমে নিজ সন্তানদের বিষয় চিন্তা করা, তারপর নিজের বিষয়। কিন্তু তা না করে যদি পিতামাতা সর্বদা প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন – তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখী এবং তার ছানার সম্বন্ধের মত। পাখীর ছানাদের ডানা উঠলে তারা আর বাপ-মাকে চিনতে পারে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৪

সেই মানুষই বাস্তবিক ধন্য, যিনি নারীকে
ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্তিরূপে দেখতে সমর্থ।

সেই নারীও ধন্য, যাঁর চক্ষে পুরুষ
ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক।

সেই সন্তানেরাও ধন্য, যারা তাদের পিতামাতাকে
পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের সত্তারূপে দেখতে সমর্থ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৫

প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি সর্বাপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতা প্রস্তুত করে দিতে পারে, সেই বড় – অবশ্য তার নিজ ব্যবসায় ও কার্যের দৃষ্টিতে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৬

যখন তুমি কোনো কাজ করছ, তখন আর অন্য কিছু ভেবো না; পূজারূপে - সর্বোচ্চ পূজারূপে ঐ কাজ করো এবং সেই সময়ের জন্য তাতে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করো

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৭

আমাদের একদম কাছেই যে কর্তব্য রয়েছে - যা আমাদের হাতের গোড়ায় রয়েছে - তা উত্তমরূপে নির্বাহ করেই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করে থাকি।এইভাবে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াতে বাড়াতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্য পালন করবার সৌভাগ্য লাভ করি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৩৮

প্রতিযোগিতা হতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং প্রতিযোগিতা হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাবগুলি নষ্ট করে ফেলে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৩৯

এসো, আমরা কেবল কাজ করে যাই।

যে-কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তা যেন আমরা সাগ্রহে করে যেতে পারি – সর্বদাই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকতে পারি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্তব্য কি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪০

যদি আমরা বিশেষ বিচার করে দেখি,
তবে দেখব,আমাদের কাছ থেকে এই জগতের
কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই।

তুমি আমি এসে উপকার করব বলে
এই জগৎ সৃষ্ট হয় নি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪১

আমরা যত কাজ করি, তার মধ্যে অপরকে সাহায্য করাই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ। পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা। ছোটবেলায় আমার কতকগুলি সাদা ইঁদুর ছিল। সেগুলি থাকত একটি ছোট বাক্সে, তাতে ছোট ছোট চাকা ছিল। ইঁদুরগুলি যেই চাকার উপর দিয়ে পার হতে চেষ্টা করত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরত, ইঁদুরগুলি আর অগ্রসর হতে পারত না। এই জগৎ এবং তাকে সাহায্য করাও সেইরূপ। তবে এইটুকু উপকার হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা হয়।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪২

যুবকেরা সাধারণতঃ সুখবাদী (optimist), এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী (pessimist) হয়ে থাকে। যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়ে রয়েছে; বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে – তাদের দিন ফুরিয়েছে, শত শত বাসনা তাদের হৃদয় আলোড়িত করছে, কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করবার সামর্থ্য তাদের নাই।

দুজনেই মূর্খ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৩

এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়;
আমরা যেরকম মন নিয়ে জীবনকে দেখি,
তা সেইরূপেই প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৪

জগৎ নিজের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, আমাদের সাহায্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলে যাবে, ওর উপকারের জন্য আমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে না। তবু আমাদেরকে পরোপকার করতে হবে; ঐটিই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা। আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে,পরোপকার করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৫

উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পাঁচটি পয়সা নিয়ে গরীবকে বোলো না,‘এই নে বেচারা’, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও – ঐ গরীব লোকটি আছে বলে তাকে সাহায্য করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দান করে সেই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়া ও করুণাশক্তি জগতে প্রয়োগ করে নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করতে সমর্থ হচ্ছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৬

আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমরা প্রতিদান আশা করব? যাকে সাহায্য করছ, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

মানুষকে সাহায্য করে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পাওয়া কি আমাদের মহাসৌভাগ্য নয়? আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করলে অশান্তি বা দুঃখ কখনই আসবে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৭

এই জগৎটা কুকুরের বাঁকা লেজের মত; মানুষ শত শত বৎসর যাবৎ একে সোজা করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু যখনই একটু ছেড়ে দেয়, তখনই তা আবার গুটিয়ে যায়।

যখন আমরা এই ব্যাপারটি বুঝতে পারি,
তখন আর আমাদের মধ্যে গোঁড়ামি আসে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৪৮

যার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা উত্তমরূপে বিচার করে কাজ করে, যার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাজ করে এবং এইরূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৪৯

অনেকেই ফস্ করে বলে বসে, 'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, এমন মানুষ দেখবার জন্য আমি হাজার মাইল হাঁটতেও প্রস্তুত।

ঐরকম বলা খুব সহজ!

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, পরোপকারে নিজেরই উপকার]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫০

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কাজ হতে পারে না, যা সম্পূর্ণ অপবিত্র, বা সম্পূর্ণ পবিত্র।

অপরের অনিষ্ট না করে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ বা জীবনধারণই করতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হতে কেড়ে নেওয়া। কর্মফলে শুভ ও অশুভের অবশ্যম্ভাবী মিশ্রণের অন্ত নেই।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫১

মানুষ মূর্খের মত মনে করে -
স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করতে পারে।

বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝতে পারে,
প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, এবং সে নিজে ছাড়া
অপর কেউই তাকে সুখী করতে পারে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫২

এই জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখতে পাবে। প্রথমতঃ দেবপ্রকৃতি মানব, এঁরা পূর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে পরের উপকার করেন। তারপর আছেন সৎ বা সাধু ব্যক্তিরা - যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ এঁরা লোকের উপকার করেন। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক - এরা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করে থাকে। আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করে থাকে। তারা ওর থেকে কিছু লাভ করতে পারে না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাদের স্বভাব।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৩

নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর।

এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকেও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হতে পারেন। তা হলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন। আর একজন হয়তো কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তার কিছুই নাই; তবু সে যদি স্বার্থপর হয়, তবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৪

নিজের জন্য তুমি যে কাজ করবে, তার ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। সৎ কাজ হলে তোমাকে তার শুভ ফল ভোগ করতে হবে, অসৎ হলে তার অশুভ ফল ভোগ করতে হবে।

কিন্তু যে-কোন কাজই হোক, তা যদি তোমার নিজের জন্য করা না হয়, তা হলে ঐ কাজ তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়: ‘যদি কারও জ্ঞান থাকে যে, আমি এইসব নিজের জন্য করছি না, তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করলেও হত্যা করেন না।’

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৫

এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে - এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবৎসর ইহজগৎ হতে চলে যাচ্ছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই নেই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের স্থান পূরণ করছে। জগৎ যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখানি জগতের জন্য।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৬

আমার উপর কেউ নির্ভর করে এবং আমি কারও উপকার করতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত দুর্বলতা। এই বিশ্বাস থেকেই আমাদের সকল রকমের আসক্তি জন্মায় - যা থেকে সকল দুঃখের উদ্ভব।

আমাদের মনকে জানানো উচিত যে, এই বিশ্বজগতে কেউই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেউই আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৭

যে ব্যক্তি নিজেকে বশীভূত করেছে, বাইরের কোন বস্তু তার উপর ক্রিয়া করতে পারে না, তাকে আর কারও দাসত্ব করতে হয় না। তার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবার যোগ্য।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৮

আমরা সাধারণতঃ দুই মতের মানুষ দেখতে পাই। কেউ কেউ দুঃখবাদী – তাঁরা বলেন, এ পৃথিবী কি ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতগুলি ব্যক্তি সুখবাদী – তাঁরা বলেন, এই জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! যাঁরা নিজেদের মন জয় করেন নি, তাঁদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখদুঃখমিশ্রিত বলে মনে হয়। আমরা যখন আমাদের মনকে বশীভূত করতে পারব, তখন এই সংসার আবার সুখের বলে মনে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৫৯

কেউই প্রকৃতপক্ষে কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় না। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করতে হবে – বাইরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের ভিতরের আচার্যই আমাদেরকে সকল বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সব কিছুই আমাদের অনুভব ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে আসে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬০

সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ - পূর্ণ নিঃস্বার্থতা, এইটি চাই।

একমাত্র জিজ্ঞাসা - তুমি কি স্বার্থশূন্য?

যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি ধর্মপুস্তকও না পড়ে
এবং কোন গীর্জায় বা মন্দিরে না গিয়েও সিদ্ধ হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৬১

একটি জলস্রোত স্বচ্ছন্দগতিতে নামছে। একটি গর্তের ভিতর পড়ে ঘূর্ণিরূপে পরিণত হল; সেখানে কিছুকাল ঘুরবার পর তা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বের হয়ে দুর্বারবেগে প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবন এই প্রবাহের মত। জীবনও ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে - নাম-রূপময় জগতের ভিতর পড়ে হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ 'আমার বাবা, আমার মা, আমার নাম, আমার যশ' প্রভৃতি বলে চীৎকার করে, অবশেষে বের হয়ে নিজের মুক্ত-ভাব ফিরে পায়।

সংসার-আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬২

সবসময়ে কাজ করতে থাকো,
কিন্তু কাজে আসক্তি ত্যাগ করো।

আসক্তি থেকেই দুঃখ আসে, কাজ থেকে নয়।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৩

কারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়ে গেলে সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তার নিজের ছবিখানি পুড়ে যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন ? দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষা অন্যক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। এর কারণ - একক্ষেত্রে মানুষ ছবির সাথে নিজেকে অভিন্ন করে ফেলেছে, অপর ক্ষেত্রে তা করে নি।

এই 'আমি ও আমার' ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব থেকেই স্বার্থ আসে এবং স্বার্থপরতা থেকেই দুঃখ আরম্ভ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৪

দাসত্বকে "কর্তব্য" বলে ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা করো, কেন তারা ঐ কাজ করছে, তারা বলবে, ‘এটা আমাদের কর্তব্য। ’ বাস্তবিক ঐটি অর্থের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তারা কতকগুলি ফুল দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৫

বাধ্য হয়ে কিছু কোরো না।
বাধ্য হয়ে কেন করবে?
বাধ্য হয়ে যা কিছু করো,
তার দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয়।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৬

যা কিছু কর, তার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করো না। এইটি অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাজ করি, অমনি তার জন্য প্রশংসা চাইতে আরম্ভ করি। যখনই আমরা কোন চাঁদা দিই, অমনি আমরা দেখতে ইচ্ছা করি – কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হয়েছে। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলে গেছেন।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৭

জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাঁরা তাঁরা শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁরা জানেন – ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদূর। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন, যদি তাঁরা কোন গুহায় দ্বার বন্ধ করে পাঁচটি সৎ চিন্তা করেন, তা হলে সেই পাঁচটি চিন্তা অনন্তকাল ধরে থাকবে। সেই চিন্তাগুলি মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এমন সব নরনারী উৎপন্ন করবে, যাঁরা জীবনে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্যে পরিণত করবেন।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - মুক্তি]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৮

নিঃস্বার্থপরতার মানে হলো -
'আমি এই ক্ষুদ্র শরীর' -
এই ভাব থেকে মুক্ত হওয়া।

যখন আমরা দেখতে পাই, কোন লোক ভাল কাজ করছে, পরোপকার করছে, তখন বুঝতে হবে–সেই ব্যক্তি 'আমি ও আমার' রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ থাকতে চায় না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগের আদর্শ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৬৯

যথার্থ সাম্যভাব জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং কখনও হতেও পারে না। এখানে কি করে আমরা সকলে সমান হব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলতে সবকিছুর বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তার কারণ কি? – সাম্যের অভাব।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগের আদর্শ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭০

আমরা সকলেই ভাবি কোন বিশেষ কর্তব্য করা হয়ে গেলেই আমরা বিশ্রাম লাভ করব; কিন্তু ঐ কর্তব্যের কিছুটা করবার আগেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করছে! এই বিশাল ও জটিল জগৎ-যন্ত্র হতে বাঁচবার দুটিমাত্র উপায় আছেঃ একটি - এই যন্ত্রের সাথে সম্বন্ধ একেবারে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় - এই জগতে ঝাঁপ দিয়ে কর্মের রহস্য জানা - একেই 'কর্মযোগ' বলে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগের আদর্শ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭১

প্রতিদানে কিছু পাবার আশা না করে আমরা যে-কোন সৎচিন্তা চারদিকে প্রেরণ করি, তা সঞ্চিত হয়ে থাকবে – আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটি শিকলি চূর্ণ করবে, এবং আমরা ক্রমশই পবিত্রতর হতে থাকব – যতদিন না পবিত্রতম মানবে পরিণত হই।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগের আদর্শ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭২

কোন প্রাচীন পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলে বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলে অথবা ছোটবেলা থেকে তোমাকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে বলেই কোন কিছু বিশ্বাস কোরো না; বিচার করে, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করে যদি দেখ–ঐটি সকলের পক্ষে উপকারী, তবেই তা বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন করতে সাহায্য করো

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগের আদর্শ]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭৩

জীবনে সাফল্যের রহস্য -
কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি যতটা, কাজ করার উপায়গুলির প্রতিও ততটা মনোযোগ দেওয়া।

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ি - লক্ষ্য আমাদের কাছে এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানসপটে এত বড় হয়ে যায় যে, আমরা উপায়গুলি খুঁটিনাটিভাবে দেখতে পাই না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭৪

আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ এই -
আমরা কোন কাজ গ্রহণ করে তাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি; হয়তো তা নিষ্ফল হল, তবু আমরা সেই কাজ ত্যাগ করতে পারি না।

আমরা জানি, কর্ম আমাদেরকে আঘাত দিচ্ছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসক্তি আমাদের কেবল দুঃখই দিচ্ছে - তবু আমরা ঐ কাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৭৫

প্রত্যেক বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহৃত করবার শক্তি সঞ্চিত রাখো - কোন বস্তু যত প্রিয়ই হোক না কেন, তা পাবার জন্য মন যত বেশীই ব্যাকুল হোক না কেন, তা ত্যাগ করতে গেলে যত তীব্র বেদনা অনুভব কর না কেন, প্রয়োজনের সময় তা পরিত্যাগের শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখো।

এই জীবনেই হোক বা অন্য জীবনেই হোক দুর্বলের স্থান নাই, দুর্বলতা দাসত্ব আনে। দুর্বলতা সমস্তরকমের শারীরিক ও মানসিক দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই মৃত্যু।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭৬

আনন্দ অর্জন করতে হলে আমাদেরকে আসক্তিহীন হতে হবে। ইচ্ছামাত্র অনাসক্ত হবার শক্তি যদি আমাদের থাকত, তবে কোন দুঃখই থাকত না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৭৭

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। যা সে পায়, তা কখনও যথার্থরূপে উপভোগ করতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিক্ষুক। আমরা যা- ই করি, তারই একটা প্রতিদান চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করি! হায়, আমরা ভালোবাসা নিয়েও ব্যবসা করি!

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৭৮

আকাঙ্ক্ষা যেখানে নেই,
দুঃখ সেখানে থাকে না।

বাসনা - অভাববোধই সকল দুঃখের মূল।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৭৯

কিছুই আকাঙ্ক্ষা কোরো না; প্রতিদানে কিছুই চেয় না। যা তোমার দেবার আছে দাও; ঐটিই তোমার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা কোরো না। হাজারগুণ বর্ধিত হয়ে তা ফিরে আসবে, কিন্তু তার উপর মনোনিবেশ মোটেই করবে না।

দানের শক্তি লাভ করো;

দাও - ব্যস, সেখানেই শেষ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮০

দান করবার জন্যই এ-জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করতে বাধ্য করবে; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হোক আর বিলম্বই হোক, তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে - যা দেওয়ার, তা দিতেই হবে।

তুমি এই সংসারে আসো সঞ্চয় করবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করে তুমি গ্রহণ করতে চাও; কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপে তোমাকে দান করতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮১

আমরা যা পাওয়ার যোগ্য, তা-ই পেয়ে থাকি।

আমাদের কোন বিপদই ঘটতে পারে না,
যে পর্যন্ত না আমরা নিজেদেরকে
বিপদ ঘটার অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত করি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৮২

বাইরের কোনকিছুকে অভিসম্পাত না দিতে অথবা কারও উপর দোষারোপ না করতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, উঠে দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখবে এইটিই সর্বদা সত্য পথ। নিজেকে বশে আনো।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৩

আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হতে পারে। জগৎ কার্য-স্বরূপ, আমরা কারণ-স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করে তুলি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্ম ও তাহার রহস্য]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৪

সুখী হবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকব, ততদিন আমরা ক্রীতদাস।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৮৫

কোন রকমের কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। কে কিরূপ কর্তব্য করছে দেখে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়; সেই কর্তব্য সে কিভাবে সম্পাদন করছে, তা দেখে বিচার করা উচিত। ঐ কার্য করার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা।

প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকে থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করতে পারে, সে বড়।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৬

প্রত্যেক কর্মই পবিত্র।

কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৭

আমাদের সবথেকে কাছেই যে কর্তব্য রয়েছে - যা এখন আমাদের হাতে আছে, তা খুব ভালো করে সম্পাদন করেই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করি। এইভাবে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সম্মানজনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমরা লাভ করব।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৮

একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে বিচার করলে চলবে না। প্রত্যেক লোককে তার ভাব অনুযায়ী বিচার করতে হবে, প্রত্যেক জাতিকে তার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজস্ব যুক্তি ও অবস্থা অনুসারে বিচার করতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৮৯

আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়ে ওঠে। সুতরাং অভিযোগ করে কোন লাভ নেই।

কোন একজন ধনী হয়তো দুষ্ট, কিন্তু তার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হয়েছে, যার ফলে সে ধনী হয়েছে। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাকলে সেও ধনশালী হতে পারবে। পরস্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করে কি ফল? এর দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করতে পারব না।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - কর্মযোগ প্রসঙ্গে]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৯০

প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভ এবং অশুভ মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নেই, যাতে অশুভের কোন স্পর্শ নেই। আগুনের চারিদিকে যেমন ধুঁয়ো থাকে, তেমনি কর্মের সাথে কিছু অশুভ সবসময়েই থাকে। আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - স্বার্থরহিত কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৯১

চিন্তার শক্তি থেকেই সবথেকে বেশী শক্তি পাওয়া যায়।
বস্তু যত সূক্ষ্ম, এর শক্তিও ততই বেশী।
চিন্তার নীরব শক্তি দূরের মানুষকেও প্রভাবিত করে,
কারণ মন এক, আবার বহু।
জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, মনগুলি যেন মাকড়সা।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - স্বার্থরহিত কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৯২

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হলে তার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয়। যা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে মনন ও ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, তা-ই নৈতিক।
যা কিছু এর বিপরীত, তা-ই দুর্নীতি।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৯৩

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করতে পার। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে যথোচিত যত্নবান হও না বলেই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার বিনাশ।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৯৪

ভুল-ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকবে, সেজন্য দুঃখ কোরো না। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে কোরো না, 'যা হবার তা হয়েছে। আহা! যদি আরও ভাল হত!'

মানুষের মধ্যে যদি দেবত্ব না থাকত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করতে করতে উন্মাদ হয়ে যেত।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ – ৯৫

সভ্যতা কাকে বলে?
ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা।

দিনরাত বল, 'ভ্রাতৃগণ, ওঠ, এস।
তোমরাই পবিত্রতার অনন্ত সাগর!
দেবতা হয়ে যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।'

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৯৬

কারো বিশ্বাস নষ্ট করবে না।
জেনো - ধর্ম কোন মতবাদে নেই।

আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়াই ধর্ম,
অনুভূতিই ধর্ম।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

স্বামীজির কর্মযোগ - ৯৭

বৃক্ষ কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করে না।
গরুকে কখনও চুরি করতে দেখি নি।
ঝিনুক কখনও মিথ্যা বলে না।
তাই বলে এরা মানুষের চেয়ে বড় নয়।

এ জীবন মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোষণা; এবং এই নিয়মানুবর্তিতার বাড়াবাড়ি আমাদেরকে সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়বস্তু করে তোলে। অত্যধিক নিয়ম মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন। যখনই কোন সমাজে অতি-মাত্রায় বিধি-নিয়ম দেখা যায়, নিশ্চয় জানবে সেই সমাজ খুব তাড়াতাড়ি বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ বাণী ও রচনা প্রথম খন্ড, কর্মযোগ - জ্ঞান ও কর্ম]

বিবেকচিন্তনের সশ্রদ্ধ নিবেদন